যুগান্তর
প্রিন্ট: ০৭ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০৮ পিএম

শিক্ষাঙ্গন

অটোপাশের দাবিতে ভিসির ওপর হামলার অভিযোগ

Advertisement

যুগান্তর প্রতিবেদন
প্রকাশ: ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ০৭:৩৩ পিএম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এস এম আমানুল্লাহর গাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছে। অটোপাশের দাবিতে আন্দোলনরত ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা এ হামলায় জড়িত বলে দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস থেকে ঢাকায় ফেরার পথে এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ সময় উপাচার্যকেও লাঞ্ছিত করা হয় বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। যদিও আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমানের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের গাড়ির ওপর ফের চড়াও হয়ে তাকে নাজেহাল করেছে অটোপাশের দাবিতে আন্দোলনরত ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীরা। সোমবার দুপুরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাজীপুর ক্যাম্পাস থেকে ঢাকায় ফেরার পথে হামলার শিকার হয় উপাচার্যের গাড়ি এবং উপাচার্য নিজে।

গত ২১ মে অটোপাশের দাবিতে আন্দোলনরত বিশ্ববিদ্যালয়টির ২০২২ সালের স্নাতক (পাশ) পরীক্ষার্থীদের হামলায় আহত হয়েছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক আমানুল্লাহ। সোমবার দ্বিতীয়বারের মতো হামলার শিকার হলেন তিনি।

ঘটনার পর উপাচার্য অধ্যাপক আমানুল্লাহ বলেন, অন্যায্য দাবি ও অন্যায় আবদারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কখনই সহানুভূতি দেখাতে পারে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোনো অটোপাশ সমর্থন করে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একবার অটোপাশ দিলে দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

তিনি আরও বলেন, সামনের দিনগুলোতে শিক্ষার গুণগতমান বজায় রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অটোপাশ ও গ্রেসকে নিরুৎসাহিত করছে। এ ব্যাপারে আরও কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

তবে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। আল শাহরিয়ার নামে আন্দোলনরত এক শিক্ষার্থী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করছি। কিন্তু আমাদের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া হচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ আলোচনাও করছে না। প্রশাসন যৌক্তিক মনে করলে আমাদের দাবি মেনে নিক। কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। এজন্য উপাচার্য আজ বের হলে শিক্ষার্থীরা তার গাড়ি ঘিরে রেখে দাবি-দাওয়া তুলে ধরেন। কোনো হামলা বা চড়াও হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।